তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সূচক পর্যালোচনা ভিত্তিক ষান্মাসিক প্রতিবেদন।

(জানুয়ারি-জুন, ২০১৯)

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

১. ভূমিকাঃ

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে লৈঙ্গিক সমতা একটি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষেত্রে এবং আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লৈঙ্গিক সমতা। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের ১৭ টির মধ্যে লৈঙ্গিক সমতা একটি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত গোলটিকে 'লৈঙ্গিক সমতা অর্জন এবং সকল ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গোল এর অধীনে মোট ৯ টি টারগেটে নারী এবং মেয়েদের প্রতি সব ধরণের অসমতা, হিংস্রতা দূরীকরণ; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে নারীদের পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমান সুযোগ প্রদানের বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। বিশ্বে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিষয়ে প্রতিবছর "The Global Gender Gap Report" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম। বৈষম্যসমূহ কমানোর ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল শীর্ষে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এর সর্বশেষ ২০১৮ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্বের ১৪৯ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪৮ তম। প্রতিবেদনটি বলছে, এমনটা সম্ভব হয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা ও প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সূচক পর্যালোচনার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ডিসেম্বর ০১, ২০১১ তারিখে ডিওএস সার্কুলার নং ঃ ০৫ জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনার আলোকে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিক বিবরণীতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সূচকসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক অবস্থার প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

২. ব্যাংকসমূহের লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সূচকঃ

২.১. তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মীবলের সংখ্যাঃ

জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে নতুন গঠিত কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ব্যতীত দেশে কার্যরত অন্য ৫৮টি তফসিলি ব্যাংক লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে। উক্ত বিবরণীসমূহ পর্যালোচনান্তে তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংখ্যা ও তুলনামূলক অবস্থান ছক-১, চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল ।

ছক-১ঃ জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত জনবল

ব্যাংক এর ধরন	নারী (সংখ্যা)	পুরুষ (সংখ্যা)	নারীর অনুপাত (%)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (৬)	৭২৬২	৪২৭৮৮	১৬.৯৭%
বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩)	১৪৯৫	১০৬৭০	১৪.০১%
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৪০)	১৬০৭৬	৮৭৭১১	১৮.৩৩%
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৯)	৯৩৮	২৯৩৫	৩১.৯৬%

➢ ছক-১ এবং চিত্র-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৪০(চল্লিশ)টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (১৬০৭৬ জন) কর্মরত ছিলেন। এক্ষেত্রে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে কর্মরত মোট পুরুষ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংখ্যার তুলনায় নারীদের হার ছিল ১৮.৩৩%।

➢ আলোচ্য ষান্মাষিকে দেশে কার্যরত ০৬(ছয়)টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (৭২৬২ জন) কর্মরত ছিলেন, যা তাদের মোট পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যার তুলনায় ১৬.৯৭%।

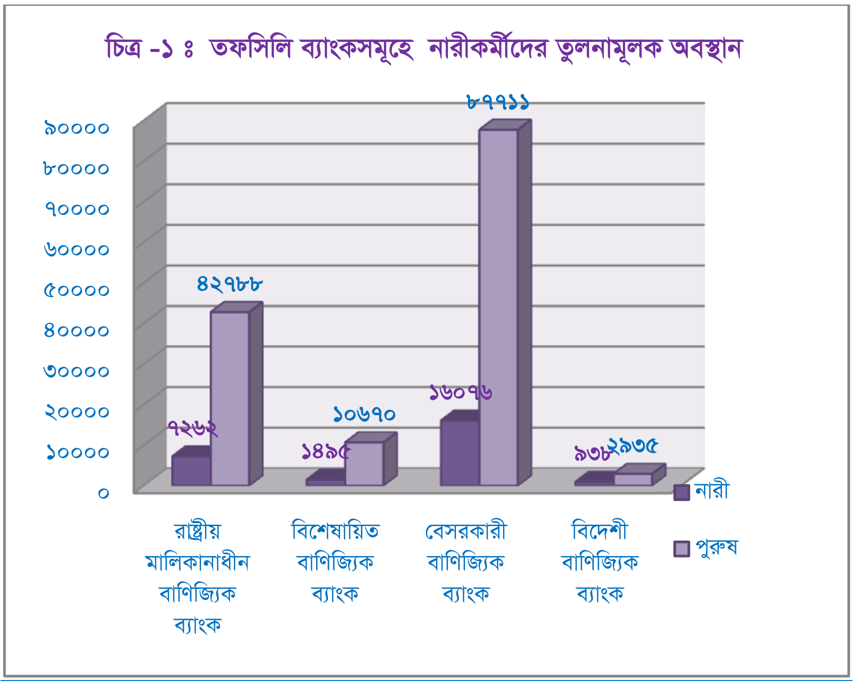

➢ আলোচ্য সময়ে দেশে কার্যরত ০৯(নয়)টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সবচেয়ে কম সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (৯৩৮ জন) কর্মরত থাকলেও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের তুলনায় বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী কর্মবলের অনুপাত সবচেয়ে বেশি (৩১.৯৬%)।

➢ অন্যদিকে, চিত্র-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে দেশের ৫৮টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত মোট নারী কর্মবলের মধ্যে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বোচ্চ পরিমাণে (৬২%) নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (২৮%)।

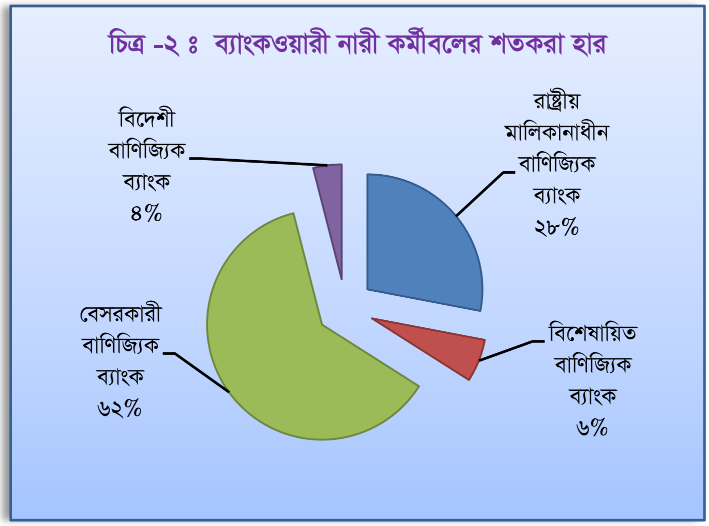

২.২. ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারীকর্মীদের অংশগ্রহণঃ

জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারীকর্মীদের অংশগ্রহণের একটি তুলনা ছক-২ মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ছক-২ ঃ ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের হার								
ব্যাংক	বোর্ড সদস্য (%)	উচ্চ পর্যায় (%)	মধ্যবর্তী পর্যায় (%)	প্রারম্ভিক/সূচনা পর্যায় (%)	<৩০ বছর (%)	৩০-৫০ বছর (%)	>৫০ বছর (%)	মোট কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মসংস্থান বদলের হার (%)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১৪.২৯	৯.৭৪	১৫.১০	১৪.৫২	২২.৬৭	১৬.৩৯	৮.৭৬	২৩.৬০
বিশেষায়িত	১৩	৬.৭৩	১২.১৩	১২.৫৭	১০.৬৮	১৯.৭৩	৫.৩৯	৯.৩১
বেসরকারী বাণিজ্যিক	১৪	৭.১৫	১৫.৫১	১৫.৯৭	২০.৬৮	১৫.১৮	৭.৬৮	১৪
বিদেশী	৭.৬৯	২০.৩৪	২০.৬০	২৬.৯০	৩৯.১৯	২০.৬৭	৬.৫৩	২১.৬৭
সকল ব্যাংক	১৩.৩৪	৮.৪৯	১৫.৩০	১৫.৪৮	২০.৯১	১৫.৮৩	৭.৮৬	১৩.৯২

বিশ্লেষণঃ

➢ জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের (৮.৪৯%) তুলনায় মধ্যবর্তী (১৫.৩০%) ও প্রারম্ভিক (১৫.৪৮%) পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের হার বেশি ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রারম্ভিক পর্যায়ে বেশি।

➢ জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম, মাত্র ১৩.৩৪%। তন্মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নারী বোর্ড সদস্যের অংশগ্রহণের হার ছিল সবচেয়ে বেশি (১৪.২৯%), অপরদিকে আলোচ্য ষান্মাসিকে বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নারী বোর্ড সদস্যের অংশগ্রহণের হার ছিল সবচেয়ে কম (৭.৬৯%)।

➢ একইসময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহে পঞ্চাশোর্ধ নারী কর্মকর্তাদের (৭.৮৬%) চেয়ে অনুর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সী নারী কর্মকর্তাদের (২০.৯১%) অংশগ্রহণের হার প্রায় তিনগুণ এর কাছাকাছি।

➢ তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের কর্মসংস্থান বদলের হার বিশ্লেষণকালে দেখা যায় আলোচ্য ষান্মাসিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নারীদের কর্মসংস্থান বদলের হার বিশেষায়িত, বেসরকারী এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের নারীদের তুলনায় বেশী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.৩. কর্মক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

➢ ৫৭ টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ০৬ (ছয়) মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর রয়েছে।

➢ ৩৩ টি তফসিলি ব্যাংকের লৈঙ্গিক হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

➢ ২৪ টি তফসিলি ব্যাংক লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

➢ ৩৭ টি তফসিলি ব্যাংক তাদের কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। মতিঝিল এলাকায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ ৫টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক মতিঝিলস্থ আল-আমিন সেন্টারের ৪র্থ তলায় এবং মতিঝিল এলাকায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ ২০ টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক মতিঝিলস্থ আল-আমিন সেন্টারের ৫ম তলায় তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য পৃথকভাবে ০২(দুই)টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করে তা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করছে। অন্যদিকে, গুলশানে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ ০৮ টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে গুলশানসস্থ "WEE LEARN" নামক একটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে "WEE LEARN" এর গুলশান এবং বনশ্রী শাখায় তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের রাখার ব্যবস্থাকরতঃ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিষয়ক অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। এছাড়াও ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ও সীমান্ত ব্যাংক লিঃ এর আলাদাভাবে ০১ টি করে নিজস্ব শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র রয়েছে।

➢ নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৮টি ব্যাংকের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা রয়েছে।

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সূচকঃ

৩.১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মীবলের সংখ্যাঃ

জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে বাংলাদেশে কার্যরত ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে। উক্ত বিবরণীসমূহ পর্যালোচনান্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তুলনামূলক অবস্থান চিত্র-৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল ।

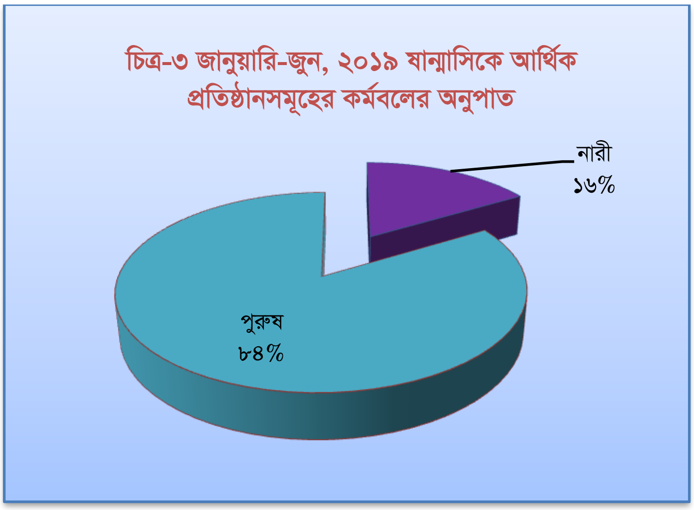

বিশ্লেষণঃ

চিত্র-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মোট জনবলের মধ্যে মাত্র ১৬% নারী। অর্থাৎ আলোচ্য ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুপাত ছিল প্রায় ১ ঃ ৫।

৩.২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারীকর্মীদের অংশগ্রহণঃ

জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারীকর্মীদের অংশগ্রহণের একটি তুলনা ছক-৩ মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ছক-৩ ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের হার

বোর্ড সদস্য (%)	উচ্চ পর্যায় (%)	মধ্যবর্তী পর্যায় (%)	প্রারম্ভিক/সূচনা পর্যায় (%)	<৩০ বছর (%)	৩০-৫০ বছর (%)	>৫০ বছর (%)
১৪.৭০	৯.৮২	১৪.৬৭	১৮.২৭	২১.১৮	১৪.৭২	৬.১১

বিশ্লেষণঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকের বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যাংকের ন্যায় তাদেরও আলোচ্য সময়ে কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের হার প্রারম্ভিক (১৮.২৭%) ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে (১৪.৬৭%) তুলনামূলকভাবে উচ্চ পর্যায়ের চেয়ে (৯.৮২%) বেশি ছিল।
- আলোচ্য সময়ে পঞ্চাশোর্ধ নারী কর্মকর্তাদের (৬.১১%) চেয়ে অনুর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সী নারী কর্মকর্তাদের (২১.১৮%) অংশগ্রহণের হার বেশী ছিল এবং বোর্ড সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণও কম ছিল (১৪.৭০%)।

৩.৩. কর্মক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিতকল্পে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিঃ (৪ মাস) ব্যতীত সবগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানেই ০৬ (ছয়) মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর রয়েছে।
- ১২ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান লৈঙ্গিক হয়রানি বন্ধের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।
- ০২ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

- নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা রয়েছে।
- বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ফাইন্যান্স ফান্ড লিঃ ছাড়া অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য কোন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত চালু করে নাই।

৪. সার্বিক পর্যালোচনাঃ

জানুয়ারি-জুন, ২০১৯ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত ৫৮টি তফসিলি ব্যাংক এবং ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ষান্মাসিকভিত্তিক লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

ক) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম।

খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ পর্যায়ের চেয়ে প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বেশী ।

গ) বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ মার্চ ৩১, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ০৬ মাসে উন্নীত করার বিষয়টি ৫৭টি তফসিলি ব্যাংক ও ৩৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিপালন করেছে।

ঘ) অধিকাংশ ব্যাংক তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সদস্য হলেও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।